রাসেলকে অনুসরণ করে এখানে কেবল প্রথম প্রশ্নটির আলোচনা করা গেল ঃ

❑ ১.৪. আসল টেবিল বলে বাস্তবিক কিছু আছে কি? (Is there a real table at all?)

সংবেদন ও ইন্দ্রিয়-উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Sensations and sense-data) :

আসল টেবিল বলে বাস্তবিক কিছু আছে কি?—এই প্রশ্নটির আলোচনার সুবিধার জন্য রাসেল প্রথমে দুটি শব্দের—'সংবেদন' (Sensation) এবং 'ইন্দ্রিয়-উপাত্ত' (Sense-data) এই দুটি শব্দের—অর্থ বিশ্লেষণ-পূর্বক তাদের মধ্যে অর্থগত পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন। সংবেদন হল, সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাজনিত **চেতনা**, আর ইন্দ্রিয়-উপাত্ত হল, সেইসব বিষয় যা চেতনার উদ্রেক করে। অর্থাৎ সংবেদনের মাধ্যমে যেসব বিষয়ের তাৎক্ষণিক জ্ঞান হয়, সে সবই হল ইন্দ্রিয় উপাত্ত। তাহলে, বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, কাঠিন্য, বন্ধুরতা ইত্যাদি যা যা সংবেদনের তাৎক্ষণিক বিষয়, সেইসব হল ইন্দ্রিয় উপাত্ত (Sense-data)। স্পষ্টতই, **সংবেদন** ও ইন্দ্রিয়-

উপাত্ত অভিন্ন নয়, তাদের মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা আছে। সংবেদন হল, কোন বিষয়ের **তাৎক্ষণিকজ্ঞান**, আর ইন্দ্রিয় উপাত্ত হল, যেসব বিষয়ের তাৎক্ষণিক জ্ঞান হয় **সেইসব বিষয়।** বাইরে রঙ দেখে রঙের তাৎক্ষণিক অনুভব হল সংবেদন, আর রঙ হল ইন্দ্রিয়-উপাত্ত। রঙের দিক থেকে দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলে রঙের সংবেদনটি না থাকলেও এমন বলা যাবে না যে, রঙটিও থাকে না। আমাদের বিশ্বাস অনুসারে, রঙটির তখনও সংবেদন-অতিরিক্তভাবে অস্তিত্ব থাকে। কাজেই, সংবেদন ও ইন্দ্রিয়-উপাত্ত অভিন্ন নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নব্য বস্তুবাদী (Neo-realist) দার্শনিক মূরই (G. E. Moore) তাঁর 'The Main Problems of Philosophy' গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'ইন্দ্রিয়-উপাত্ত' শব্দটি প্রয়োগ করেন এবং রাসেল শব্দটিকে প্রায় অভিন্নার্থে তাঁর 'দর্শন-সমস্যার' জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যবহার করেন।

এখন, **'টেবিল' বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে সেই জ্ঞান কেবল ইন্দ্রিয়-উপাত্তের সাহায্যেই সম্ভব হতে পারে**—বাদামী রঙ, আয়তাকার, মসৃণতা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-উপাত্তকে টেবিলের সঙ্গে যুক্ত করেই টেবিলের জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু ওপরের আলোচনা (১.২.) থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, টেবিল ইন্দ্রিয় উপাত্ত থেকে স্বতন্ত্র বিষয় এবং ইন্দ্রিয়-উপাত্তগুলিকে টেবিলের সাক্ষাৎ ধর্মরূপে গণ্য করা চলে না। এখানে তাই সমস্যাটি হল, **প্রকৃত টেবিল বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-উপাত্তের সম্পর্কটা কেমন?** রাসেল আসল টেবিলকে (যদি তা থাকে) বলেছেন 'ভৌত বস্তু' (physical object) এবং সমুদয় ভৌত বস্তুর সমষ্টিকে বলেছেন **'জড় পদার্থ'** (matter)। কাজেই, আগের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে (১. ৩. দেখ) রাসেল কিছুটা পরিবর্তিত আকারে এভাবে প্রকাশ করেছেন : (i) **জড় পদার্থ বলে বাস্তবিক কিছু আছে কী?** (ii) **যদি থাকে তাহলে তা কেমন, অর্থাৎ তার স্বরূপ কী? রাসেল এখানে কেবল প্রথম প্রশ্নটির—'জড় পদার্থ বলে কিছু আছে কী? এই প্রশ্নটির আলোচনা করেছেন।**

"জড়-পদার্থ' বা 'জড়' বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যা 'মনের' বিপরীত, যা দৈশিক অর্থাৎ দেশ অধিকার করে থাকে এবং নিশ্চেতন হওয়ায় যার চিন্তন-সামর্থ্য কিছুমাত্র নেই।"[১] রাসেল বলেন, 'মূলত এই অর্থে বার্কলে (Berkeley) জড়-পদার্থকে অস্বীকার করেছেন।'[২] বার্কলে আমাদের অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ **কোন কিছুর** অস্তিত্বের জ্ঞাপক-চিহ্নরূপে ইন্দ্রিয়-উপাত্তকে (Sense-data) অস্বীকার করেননি। বার্কলের মতে, আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় হল বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, কাঠিন্য ইত্যাদি **গুণের ধারণা** এবং আমাদের অভিজ্ঞতার বস্তুমাত্রই—বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদি—হল এইসব **ধারণার সমষ্টি।** কাজেই, জগতে আছে কেবল ধারণা এবং ধারণার ধারকরূপে মন। অবশ্য সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার বিষয়রূপে ধারণাগুলি, যা ইন্দ্রিয়-উপাত্তের সমতুল্য, কোন ব্যক্তি মনের সৃষ্টি না হতেও পারে। যেমন, 'টেবিল' কতকগুলি ধারণার সমষ্টি হলেও ঐ ধারণার কারণ আমি (অর্থাৎ আমার মন) হতে পারি না, কেননা আমি চোখ বুজলে অথবা ঘরের বাইরে গেলে টেবিলের ধারণাটি অন্তর্হিত হলেও টেবিল অন্তর্হিত হয় না। কাজেই, মানতে হয় যে, বৃক্ষ, পর্বত, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ধারণাপুঞ্জ হলেও ঐসবের ধারণার কারণ

১. Ibid. P. 4.

২. Ibid. P. 5.

কোন ব্যক্তি-বিশেষের মন নয়, তা হল কোন অসীম সর্বগত মন। বার্কলে এই সর্বগত মনকে 'ঈশ্বর' বলেছেন। তাহলে, বৃক্ষ, পর্বত, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ঈশ্বরে মনের ধারণা হলেও সসীম মানুষ আমাদের কাছে তা মন-নিরপেক্ষ বস্তুরূপেই প্রতিভাত হয়। বার্কলে জগতের স্বাতন্ত্র্য খুঁজেছেন এক অসীম সর্বগত মনের মধ্যে, যে সর্বগত অসীম মনকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে তিনি আবার জগতের স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যার জন্যই অনুমান করেছেন। স্পষ্টতই, বার্কলের এপ্রকার অভিমতেও অবভাস ও বস্তুসত্তার পার্থক্য সুস্পষ্ট—আমরা কেবল ঈশ্বরের মনের ধারণার প্রকাশরূপেই জগৎকে জানি, প্রকাশমান জগতের অন্তরালবর্তী সদ্বস্তুকে (অর্থাৎ ঈশ্বরকে) জানতে পারি না।

যারা বলেন, মন এবং মনের ভাব বা ধারণা অতিরিক্ত আর কিছু নেই তাদের বলা হয় 'ভাববাদী' (idealist)। এসব ভাববাদী দার্শনিক যখন জড়-পদার্থের (matter) ব্যাখ্যা দেন তখন হয় তাঁরা বার্কলেকে অনুসরণ করে বলেন—'জড়-পদার্থমাত্রই হল ধারণার সমষ্টি,' অথবা লাইব্‌নিজ্‌কে (Leibnitz) অনুসরণ করে বলেন, 'জড়-পদার্থ হল চিৎ-পরমাণুর (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেতন মনের) সমাহার'। রাসেল বলেন, 'এইসব ভাববাদী দার্শনিক মনের বিরুদ্ধ সত্তারূপে জড়-পদার্থের (matter) অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও, ভিন্ন এক অর্থে, জড়-পদার্থকে স্বীকার করেছেন।'[১] ভৌত পদার্থ প্রসঙ্গে যেদুটি প্রশ্নের উত্থাপন করা হয়েছে, যথা—(১) 'টেবিল' বলে বাস্তবিক কিছু আছে কী? (ii) যদি থাকে, তাহলে তা কেমন বিষয়?—এই দুটি প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে ভাববাদী বার্কলে এবং লাইব্‌নিজ্ উভয়েই মানেন যে, আমাদের মন-নিরপেক্ষভাবে টেবিল বাস্তবিক আছে ; তবে বার্কলে বলেন, 'টেবিলটা হল ঈশ্বরের মনের ধারণা' (যা ব্যক্তি মনের ধারণা-নিরপেক্ষ), আর লাইব্‌নিজ্ বলেন, 'টেবিলটা হল এক ধরনের আত্মার (চিৎ-পরমাণুর) উপনিবেশ' (a colony of Souls)। স্পষ্টতই, উল্লিখিত প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কে বার্কলে এবং লাইব্‌নিজ্ উভয়েই সদর্থক উত্তর দিয়েছেন, অর্থাৎ টেবিলের ব্যক্তি-মন নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। 'বাস্তবিকপক্ষে', রাসেল বলেন, 'প্রায় সব দার্শনিকই (বস্তুবাদী অথবা ভাববাদী যাইহোক না কেন) মানেন যে, টেবিলের বাস্তব অস্তিত্ব আছে এবং তাঁরা প্রায় সবাই এটাও মানেন যে, বর্ণ, আকার, মসৃণতা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-উপাত্তগুলি যদি মনের ওপর নির্ভরও করে, তথাপি তারা ব্যক্তি-মন-নিরপেক্ষ কোনকিছুর অস্তিত্বের জ্ঞাপক-চিহ্নরূপেই আবির্ভূত হয়। ঐ 'কোন কিছু' ইন্দ্রিয়-উপাত্তের কারণ হলেও ইন্দ্রিয় উপাত্ত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র'।[২] ইন্দ্রিয়-উপাত্তের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-উপাত্তের উত্তেজক কারণকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-উপাত্তের অন্তরালবর্তী 'কোন কিছু'কে আমরা পরোক্ষভাবে জানি বলে (অর্থাৎ অনুমান করি বলে) ইন্দ্রিয়-উপাত্তের সঙ্গে ঐ' 'কোন কিছুরূপ বস্তুসত্তার' সম্পর্ক ঠিক কেমন তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। রাসেল তাই পরিশেষে বলেন, —বস্তুবাদী অথবা ভাববাদী দার্শনিকের প্রায় সবাই মানেন যে, মন-অতিরিক্তভাবে জড়-পদার্থ (matter) আছে ; তবে যা আমরা জানি বা জানতে পারি তা স্ব-স্বরূপে জড়-পদার্থ নয়, তা হল, জড়-পদার্থ আমাদের কাছে যেভাবে প্রতিভাসিত হয়, অর্থাৎ জড়-পদার্থের অবভাস। বস্তুসত্তার (Reality) পরিবর্তে অবভাসই যদি আমাদের জ্ঞানের একমাত্র বিষয় হয়, তাহলে

১. Ibid. P. 5

২. Ibid. P. 5

বস্তুসত্তার স্বরূপ সম্পর্কে (অর্থাৎ উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে) যা খুশি অনুমান করা চলে। বার্কলে এজন্যই জড়-পদার্থকে (matter) বলেছেন 'ঈশ্বরের মনের ধারণা', লাইব্‌নিজ্ বলেছেন, 'আত্মার উপনিবেশ', আবার বৈজ্ঞানিক অভিমত হল, 'ভয়ঙ্কর গতির মধ্যে তড়িৎ শক্তি'।

প্রশ্নাবলী (Questions)

১। ইন্দ্রিয়-উপাত্ত ও ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ভেদ নির্ণয় কর। রাসেলের মতে, বাহ্যবস্তুর সঙ্গে (উঃ ১.৪) [C.U.H. 1994]